Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানমিম নূর সাদিয়া

রোলঃ 227021132

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তানমিম নূর সাদিয়া
রোলঃ 227021132

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ্ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তানমিম নূর সাদিয়া , আইডিঃ 227021132বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

তানমিম নূর সাদিয়া

আইডিঃ 227021132

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভুমিকা 1
নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য 2
কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত: 5
নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস: 7
নামাজের ফায়দা 9
সাহাবীদেরকে নামাজে উৎসাহ দান 11
সাহাবায়ে কেরামের কাছে নামাজের গুরুত্ব 13
নামাজে অবহেলা 13
অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আহকাম 15
দাঁড়াতে অক্ষম 15
(প্যারালাইজড) নড়াচড়া করতে অক্ষম 17
চেয়ারে বসে নামাজ আদায় জায়েজ হওয়ার মূলনীতি 18
যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়া নাজায়েজ 19
ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ চেয়ারে বসে পড়ার বিধান 23
নফল নামাজ চেয়ারে বসে পড়ার হুকুম 23
চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের হুকুম সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর 23
উপসংহার 26
তথ্যসূত্র 28

ভুমিকা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে নামাজ দ্বিতীয় স্তম্ভ। নামাজ প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক ও বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন, নারী- পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ বা অবশ্যকরণীয়। আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামতের একটি হলো নামাজ। এটি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কুরআন ও হাদীসে নামাজ সম্পর্কে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। একমাত্র এই নামাজের মাধ্যমেই মহান রব্বের কাছাকাছি আসা যায়। ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হচ্ছে কোনো দালাল ছাড়াই আল্লাহর সঙ্গে বান্দা নামাজের মাধ্যমে নিজের জন্য সাহায্য কামনা করতে পারে। বলাবাহুল্য, উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর এটা আল্লাহর বড় নি'আমত। এ নি'আমতের শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহ তাদেরকে নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং তাঁকে মজবুতভাবে ধরার আদেশ করেছেন।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَاَقِيۡمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارۡكَعُوۡا مَعَ الرّٰكِعِيۡنَ ۝

তোমরা নামাজ কায়েম কর, যাকাত দাও এবং রুকূ‘কারীদের সঙ্গে রুকূ‘ কর। [১]

নামাজের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নামাজ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বার বার নামাজের তাগিদ পেয়েছেন। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়।

১। আল্লাহর নৈকট্য লাভ:

প্রত্যেক ইমানদারের মনের সর্বোচ্চ বাসনা হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। আর নামাজের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। নামাজ মুমিনের জন্য মিরাজস্বরূপ। যে নামাজ আদায় করেন না, আল্লাহর নৈকট্য তিনি কখনোই লাভ করতে পারবেন না।

২। নামাজ ঈমানের পরিচায়ক: নামাজ ঈমানদার ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী। এটি একটি মৌলিক ইবাদাত যার মাধ্যমে ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।নামাজ ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। রাসুল (স) বলেন, "ইমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী হলো নামাজ।" যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে না সে কাফির বলে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সতর্কতা উচ্চারণ করে বলা হয়েছে,

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ.

নিশ্চয়ই একজন মানুষ ও কুফর-শিরকের মাঝে পার্থক্যরেখা হল নামাজ। [২]

৩। পবিত্রতা রক্ষা:

পৃথিবীর বুকে বিভিন্ন রকমের অপবিত্রতা রয়েছে। নামাজ মানুষকে সমস্ত প্রকার অপবিত্রতা থেকে দূরে রাখে। দিনে পাঁচবার শরীর পরিষ্কারের মাধ্যমে মানুষ পবিত্র থাকে। এছাড়াও নামাজের মাধ্যমে মন কলুষমুক্ত থাকে এবং আত্মশুদ্ধি ঘটে।

৪। পাপ থেকে সুরক্ষা:

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছেন: 'নিশ্চয়ই নামাজ সকল প্রকার খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে'। যিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করেন তার দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়না। প্রত্যেক মানুষই নামাজের মাধ্যমে পাপ থেকে দূরে থাকতে পারে। নামাজের মাধ্যমে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আল্লাহ বলেন,

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنۡهٰی عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَ الۡمُنۡکَرِ

'নিশ্চয়ই নামাজ অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে রাখে। ' [৩]

৫। সমতা ও ঐক্য:

নামাজ মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর করে আমীর, ফকির, ধনী, দরিদ্র সবাইকে একই কাতারে দাঁড় করায়। এতে সামাজিক শ্রেণিবৈষম্যের দেয়াল ভেঙে সমতা ও ঐক্য সৃষ্টি হয়।

৬। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন:

নামাজের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে দৈনিক পাঁচবার সাক্ষাৎ হয়। এতে হিংসা ও বিদ্বেষ দূর হয়ে সবাই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

৭। শিষ্টাচার শিক্ষা:

নামাজ মানুষকে শিষ্টাচারের শিক্ষা দেয়। তাছাড়া নামাজ মানুষকে ধৈর্যশীল ও বিনয়ী করে তোলে। যে ব্যক্তির নামাজ সুন্দর তার কথাবার্তা ও চালচলনও সুন্দর।

৮। স্বাস্থ্য সুরক্ষা:

নামাজ হলো স্বাস্থ্যের জন্য সর্বোত্তম ব্যায়াম, যা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে ও মানসিক প্রশান্তি আনয়ন করে।

৯।পরকালীন মুক্তি: নামাজ পরকালের সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী ব্যক্তির জন্য আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে পুরষ্কার। যে ব্যক্তি নিয়মিত নামাজ আদায় করলো না তার জন্য পরকালে শাস্তি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ আমাদের প্রত্যেককে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন।

১০।শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার প্রশিক্ষণ:

নামাজের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতার বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। দৈনিক নির্দিষ্ট পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব

সৃষ্টি হয়। এতে তার মাঝে সামাজিক কর্তব্যবোধে সৃষ্টি এবং নেতার আনুগত্য ও নেতৃত্বদানের গুণ সম্পর্কে শিক্ষালাভ হয়।

১১।সমাজসংস্কার:

নামাজ শুধু একটি ইবাদতই নয়; নামাজ সমাজ সংস্কারের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। নামাজের মাধ্যমেই মানুষ ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সাম্যের শিক্ষা লাভ করে। তাই নামাজের মাধ্যমে আদর্শ ইসলামি সমাজ নির্মাণ সহজ হয়।

নামাজ মানুষকে কর্তব্যবোধ , ধৈর্য্য , সহিষ্ণুতা , নিয়মানুবর্তিতা ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা দান করে । সমাজ ও দেশ সংস্কারে নামাজের গুরুত্ব অনাস্বীকার্য । সর্বোপরি , একজন ঈমানদার নামাজের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারূপে প্রতিষ্ঠা করে । পাশাপাশি বিশ্বভাতৃত্বে ভূমিকা রাখার মাধ্যমে মানবতাকে লালন করে ।

সর্বপরি বলা যায়, ইসলামী জীবনব্যবস্থায় নামাজের গুরুত্ব অপরিসীম। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর এক মহান ও অন্যতম নির্দেশ পালন করা হয়।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:

নামাজ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা ইসলামের ভিত্তি এবং মুসলিমদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুরআন এবং হাদিসে নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজকে ঈমানের পর স্থান দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কালামে বিভিন্নভাবে নামাযের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং বিচিত্ররূপে নামাযের প্রতি আহ্বান করেছেন। এখানে কিছু দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

নামাজের আদেশ:

কোনো বিষয়ে গুরুত্বারোপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হল সে বিষয়টির আদেশ করা। নামাজের উপর গুরুত্বারোপের জন্য এ পদ্ধতিটি কুরআনে অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে নামাজের সুস্পষ্ট আদেশ করা হয়েছে এবং বারবার বিভিন্নভাবে করা হয়েছে।

আল্লাহ নবীজীকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

قُلْ لِّعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا یُقِیْمُوا الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِیَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَ یَوْمٌ لَّا بَیْعٌ فِیْهِ وَلَا خِلٰلٌ.

আমার যে বান্দাগণ ঈমান এনেছে তুমি তাদেরকে বল, তারা যেন নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিন আসার আগে, যে দিন কোনো বেচাকেনা থাকবে না এবং বন্ধুত্বও থাকবে না। ’ [৪]

এখানে আল্লাহ তা’আলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তাঁর বান্দাদেরকে নামাজের আদেশ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় নামায অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং কিয়ামতের কঠিন সময়ে তা উপকারে আসবে।

অন্যত্র আল্লাহ সরাসরি নবীজীকে নামাজের আদেশ করেছেন-

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰی غَسَقِ الَّیْلِ وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا.

তুমি সূর্য হেলার সময় থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম কর এবং ফজরের নামাজ (কায়েম কর)। নিশ্চয়ই ফজরের নামাজে সমাবেশ ঘটে। ’ [৫]

সূর্য হেলার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম দ্বারা কোন কোন নামাজ বুঝানো হয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ও সীরাতে এর স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তা হল, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামায। আর ফজরের নামাজকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা এর বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব নির্দেশ করে। এর বিশেষত্বের একটি দিক হল এ সময়ে ফিরিশতাদের সমাবেশ ঘটে থাকে।

নবীজীকে নামাজের আদেশ করে আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন-

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰی لِلذّٰكِرِیْنَ.

এবং তুমি নামাজ কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে। নিশ্চয়ই নেক আমলসমূহ মন্দ কর্মগুলোকে দূর করে দেয়। স্মরণকারীদের জন্য এ একটি স্মারক। ’ [৬]

দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম দ্বারা ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ বুঝানো হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত ও সুন্নাহ্ এর পরিষ্কার বিবরণ রয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি এখানে নামাজের আদেশ করা হয়েছে, সেই সঙ্গে বলা হয়েছে, পুণ্য পাপকে দূর করে দেয়। এ থেকে বোঝা যায় নামাজ খুব মর্যাদাপূর্ণ আমল এবং এর দ্বারা গুনাহ মাফ হবে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

"إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا"

“নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ে ফরজ করা হয়েছে।” ’ [৭]

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস:

নামাজের গুরুত্ব ও ফায়েদা সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের সামনে অসংখ্য হাদিস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে,

১। হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম- (হে আল্লাহর রাসুল!)আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল কোনটি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ‘নামাজ’। ’ [৮]

২। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি সকালে ও সন্ধ্যায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বড় উপহার রয়েছে, তা হল জান্নাত।" ’ [৯]

"مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ فَجَاءَتْهُ جَنَّةً"

৩। রাসূলুল্লাহ (স)বলেছেন, তুমি বেশি বেশি আল্লাহকে সিজদা কর। কেননা, তুমি যখনই একটা সিজদা কর তখনই এর বিনিময়ে জান্নাতে (আল্লাহ) তোমার একটা মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং একটা গুনাহ ক্ষমা করে দেন। ’ [১০]

৪। সালাত হলো বান্দার মন্দ কাজের কাফফারা যতক্ষণ সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হয়। ’ [১১]

৫। হাদীস শরীফে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে নামাজের কথা বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الجِهَادُ.

“দ্বীনের প্রধান বিষয় হল ইসলাম। এর খুঁটি হল নামাজ। আর তার উচ্চচূড়া হল জিহাদ।” [১২]

এখানে নামাজকে বলা হয়েছে ইসলামের খুঁটি। যেকোনো অবকাঠামোর ক্ষেত্রে খুঁটির গুরুত্ব কতটুকু তা খুব সহজেই অনুমেয়।

উক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত
হয় যে, নামাজ মুসলিমদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, অবিচ্ছেদ্য এক অংশ। নামাজ আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ফজিলত ও নি''আমত কখনোই বর্ণনা করে শেষ করা যাবেনা। তাই নামাজের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে রাসূল সা: বলেছেন নামাজ বেহেশতের চাবি'। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তার বান্দার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। আর এ জন্যই একজন মুসলিমের জীবনে নামাজের গুরুত্ব অনেক, কারণ মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রিয় ইবাদত হলো নামাজ।

নামাজের ফায়দা

নামাজের ফায়দা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّیْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰی لِلذّٰكِرِیْنَ.

দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামাজ কায়েম করো। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ। [১৩]

এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নামাজ বহু পাপ মিটিয়ে দেয়।

এছাড়া আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্য প্রার্থনার জন্য নামাজকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

وَ اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِیْرَةٌ اِلَّا عَلَی الْخٰشِعِیْنَ.

তোমরা সবর ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় সালাতকে কঠিন মনে হয়; কিন্তু তাদের পক্ষে নয়, যারা খুশূ (অর্থাৎ বিনয় ও মনোযোগ)-এর সাথে আদায় করে। [১৪]

এখানে ধৈর্য ও নামাজের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার নুসরত ও সাহায্যের দৃঢ় আশ্বাস পাওয়া যায়।

নামাজ মুমিনের বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও মর্যাদাশীল মানুষ হলেন মুমিনরা। আর পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় মুমিনদের একটি বড় পরিচয় ও প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে তারা নামাজ কায়েম করে। এ গুণ ও পরিচয়ের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা মুমিনদের নিয়মিত নামাজ আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

সফলকাম মুমিনের পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা’আলা বলেন,

قَدۡ اَفۡلَحَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ ۙ ١
الَّذِیۡنَ هُمۡ فِیۡ صَلَاتِهِمۡ خٰشِعُوۡنَ ۙ ٢

নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে মুমিনরা, যারা তাদের নামাজে বিনীত। ’ [১৫]
কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

الَّذِیۡنَ یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَیۡبِ وَ یُقِیۡمُوۡنَ الصَّلٰوۃَ وَ مِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ یُنۡفِقُوۡنَ.

(মুত্তাকী তারা,) যারা গাইবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দিয়েছি তা থেকে (আল্লাহর সন্তোষজনক কাজে) ব্যয় করে। [১৬]
লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, আল্লাহ তা’আলা ঈমান শিক্ষা দেওয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী পাঠিয়েছেন। আর নামাজের বিধান দিয়েছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊর্ধ্বালোকে নিয়ে। সাত আসমান পার করে আল্লাহর কাছে নিয়ে এই মহান গুরুত্বপূর্ণ উপহার ও ইবাদত দান করেছেন। অন্য কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। সুতরাং এই ইবাদত যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনকি সেই ইবাদতেই মুমিনের বিরাট সফলতা নিহিত।

সাহাবীদেরকে নামাজে উৎসাহ দান

হযরত রাবীআ ইবনে কা'ব আলআসলামী রা. বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত্রি যাপন করলাম। তখন আমি তাঁর কাছে ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, আমার কাছে কোনো কিছু চাও।
আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সঙ্গ কামনা করছি।
তিনি বললেন, এছাড়া অন্য কিছু?
আমি বললাম, এটাই চাই। তিনি বললেন-

فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود.

তাহলে অধিক পরিমাণে সিজদা (তথা নামাজ) আদায়ের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য কর। [১৭]
অর্থাৎ সিজদা ও নামাজ আদায়ের মাধ্যমে বান্দার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকে।
একবার সাওবান রা.-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً.

বেশি পরিমাণে আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা কর। নিশ্চয়ই তুমি একবার আল্লাহ তা'আলাকে সিজদা করলে তিনি তোমার একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং একটি গোনাহ ক্ষমা করে দেন। [১৮]

নবিজীর নামাজ

আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন-

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাজ পড়তেন। (এত দীর্ঘ নামাজ পড়তেন যে,) তাঁর উভয় পা ফুলে যেত। তখন আয়েশা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এমন (এত কষ্ট) করেন কেন? আল্লাহ তাআলা তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন!
তিনি বললেন, আমি কি শোকরগুযার বান্দা হতে চাইব না? [১৯]

এছাড়া যখনই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। বর্ণিত হয়েছে-

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ،صَلَّى.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখীন হতেন নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। [২০]

নামাজে তিনি যে শান্তি ও তৃপ্তি পেতেন সে কথাও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলতেন-

يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أرِحْنا بها.

বেলাল! নামাজের ব্যবস্থা কর। নামাজের মাধ্যমে আমাকে প্রশান্ত কর। [২১]

সর্বোপরি তিনি বলেছেন-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

আমার চোখের শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজে। [২২]

সাহাবায়ে কেরামের কাছে নামাজের গুরুত্ব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজকে যেমন গুরুত্ব দিতেন, নামাজের প্রতি যেমন আগ্রহ ও অনুরাগ পোষণ করতেন সাহাবায়ে কেরামের অবস্থাও ছিল তেমনি। নামাজকে তারা মনেপ্রাণে ভালবাসতেন। নামাজকে জীবনের শ্রেষ্ঠ আমল মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন, নামাজ ঠিক থাকলে অন্যান্য কাজকর্ম ঠিক থাকবে। নামাজে ত্রুটি থাকলে অন্যান্য কাজকর্মেও ত্রুটি ও অবহেলার আশঙ্কা থাকবে।

আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রা. একবার ইসলামী খেলাফতের বিভিন্ন শহরে নিযুক্ত দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে ফরমান পাঠালেন। সেখানে লিখলেন-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজ। যে ব্যক্তি নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং গুরুত্বের সাথে নামাজ আদায় করবে সে তাঁর দ্বীনকে হেফাযত করবে। আর যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করবে (নামাজের ক্ষেত্রে অবহেলা করবে) সে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অধিক নষ্টকারী (অবহেলাকারী) হয়ে থাকবে। [২৩]

নামাজে অবহেলা

কুরআন মাজীদে নামাজীদের যেমন প্রশংসা করা হয়েছে, তেমনি নামাজে অবহেলাকারীদের প্রতি ধমকি ও হুঁশিয়ারীমূলক বক্তব্যও এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন-

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ،الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ.

“ধ্বংস রয়েছে সেই নামাজীদের জন্য, যারা তাদের নামাজে গাফলতি করে।” [২৪]

এমনকি অলসতার সাথে নামাজ আদায়কে মুনাফিকদের পরিচয় হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন-

وَ اِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى.

“তারা যখন নামাজে দাঁড়ায় অলসতার সাথে দাঁড়ায়।” [২৫]

সূরা মারইয়াম-এ আল্লাহ তা’আলা তাঁর নি’আমতপ্রাপ্ত ও নৈকট্যশীল বান্দাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করার পর বলেছেন-

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

“তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা নামাজ নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয় চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতার পরিণামের সম্মুখীন হবে।” [২৬]

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, নামাজ নিয়ে অবহেলা করলে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। এই ভয়াবহ শাস্তি থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে হিফাজত করুন এবং নিয়মিত নামাজ আদায় করার তাওফিক দান করুন।

অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের আহকাম [27]

দাঁড়াতে অক্ষম

অক্ষমতার ধরন:

১।সম্পূর্ণ অক্ষম,

২।আংশিক অক্ষম।

হুকুম

■ **সম্পূর্ণ অক্ষম হলে,** দাঁড়িয়ে নাম আদায়ে সক্ষম না হলে বসে আদায় করবে, উত্তম হচ্ছে দাঁড়ানো ও রুকুর সময় চারজানু হয়ে বসবে এবং সিজদায়র সময় পা বিছিয়ে পায়ের গোছার ওপর বসবে (যেভাবে আমরা তাশাহহুদ পড়ার সময় বসি)

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ " صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ "

“আমার বাওয়াসির (অর্শ্ব) ছিলো, ফলে আমি সালাত সম্বন্ধে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি উত্তরে বললেন, দাঁড়িয়ে সালাত পড়, যদি তা না পারো তবে বসে সালাত পড়; আর তা যদি না পারো, তবে কাত হয়ে শুয়ে শুয়ে সালাত পড়।” [২৮]

■ **আংশিক অক্ষম হলে,**

তাকবীরে তাহরীমা বা কিছুক্ষণ কিরাআত দাঁড়িয়ে আদায়ে সক্ষম। অথবা,

১.হেলান বা লাঠি ইত্যাদির সাথে দাঁড়াতে সক্ষম।

২. বাড়িতে দাঁড়িয়ে আদায়ে সক্ষম কিন্তু মসজিদে নয়।

যতক্ষণ দাঁড়ানো যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে পড়বে তারপর অসম্ভব হলে বসে পড়বে।

রুকু-সিজদা করতে অক্ষম

যদি রুকু-সিজদা করতে না পারে তাহলে ইশারায় তা আদায় করবে। অর্থাৎ বসা অবস্থায়(ইশারায় রুকু-সিজদা করবে)কেননা এতটুকু করার সামর্থ্য তার রয়েছে। তবে সিজদার ইশারাকে রুকুর ইশারার তুলনায় অধিক অবনমিত করবে। যদি সিজদার ইশারাকে; রুকুর ইশারার তুলনায় অধিক

নিচু না করে; তাহলে তার নামাজ শুদ্ধ হবেনা। কেননা ইশারা হলো রুকু-সিজদার স্থলাবর্তীতা রুকু-সিজদার হুকুম গ্রহণ করবে।

■ কপালের কাছে কোনো কিছু উঁচু করে তার উপর সিজদা করবেনা। সিজদা করার জ কিছু তার কপালের সাকনে উঁচু করে ধরা হবেনা। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যদি তুমি ভূমিতে সিজদা করতে পারো তবে সিজদা করো। অন্যথায় মাথা দিয়ে ইশারা করো।

বসতে অক্ষম

হুকুম

যদিও বসে নামাজ আদায় করতে সমর্থ না হয় তাহলে শুয়ে নামাজ আদায় করবে।

শুয়ে নামাজ আদায় করার পদ্ধতি

১. ডান কাত হয়ে কিবলামুখী হয়ে নামাজ আদায় করবে।

২. কাত হলে নামাজ পড়া সম্ভব না হলে রোগী চিৎ হয়ে কিবলার দিকে পা রেখে নামাজ আদায় করবে তবে মাথা সামান্য উঁচিয়ে রাখা উত্তম যেনো কিবলার দিকে মুখ থাকে, যদি সেভাবে সম্ভব না হয় তবে কিবলার দিকে পা রেখে যেভাবে সম্ভব নামাজ পড়বে, পুনরায় তা পড়তে হবেনা।

(প্যারালাইজড) নড়াচড়া করতে অক্ষম

হুকুম

রুকু ও সিজদায় মাথা দিয়ে ইশারা করবে

■ রুকু ও সিজদাহর সময় মাথা দিয়ে ইশারা করা সম্ভব না হলে নামাজের ৬ ওয়াক্ত এর আগে হলে কাযা করবে; এবং এর উপরে হলে নামাজ রহিত হয়ে যাবে।

বি:দ্র: এই হুকুমটি বেহুশ, উন্মাদ বা জ্ঞান লোপ হওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের একটি মৌলিক পর্যালোচনা [২৯]

বর্তমানে চেয়ারে বসে নামাজ একটি অভ্যাস ও ফ্যাশনে পরিনত হয়েছে যা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরি। এটাকে শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির জন্যই সীমাবদ্ধ করা উচিত যিনি নিচে বসতে অক্ষম। নিচে বসার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করার মধ্যে আল্লামা তাকী উসমানী(হাফি.)অনেকগুলো আপত্তিকর দিক তুলে ধরেছেন-

■ মাযুর(অক্ষম) ব্যক্তির জন্য জমিনে বসে নামাজ আদায় করাই উত্তম ও মাসনূন তরীকা।

■ যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে অক্ষম নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু, সিদজা করতে সক্ষম, তার জন্য জমিনে বা চেয়ারে বসে ফরজ এবং ওয়াজিব আদায় করাই জায়েজ নয়। অথচ দেখা যায় এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে বসে নামাজ আদায় করে ফলে তার নামাজই হয়না।

■ চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করা ও সোজা রাখার ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ মিলে মিলে দাঁড়ানো ও কাতার সোজা করার বিষয়ে হাদীসে জোর তাকীদ এসেছে।

■ বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের অধ্যিকের কারণে তা খ্রিস্টানদের গির্জা ও ইহুদিদের উপাসনালয়ের সাদৃশ দেখা যায়।

■ সালাত তো এমন ইবাদাত যা আদায় করতে হয় বিনয়াবনত হয়ে বিগলিত চিত্তে। আর চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করার চেয়ে; জমিনে বসে নামাজ আদায়ের মাঝে তা পূর্ণ মাত্রায় পাওয়া যায়। উপরিউক্ত আলোচনার পাশাপাশি শরীয়তের আরেকটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আর সেটি হচ্ছে, সকল ক্ষেত্রে সহজীকরণ। আল্লাহ তা'আলা সাধ্যাতীত নির্দেশ দেন না, বরং যা সহজ তাই আল্লাহর নিকট প্রিয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

“আল্লাহ তা'আলা সাধ্যের বাহিরে কোনো দায়িত্ব কারও উপর চাপিয়ে দেন না।” ’ [৩০]

চেয়ারে বসে নামাজ আদায় জায়েজ হওয়ার মূলনীতি [৩১]

চেয়ারে নামাজের বিধান সহজে বের করতে যাদের সমস্যা আছে তারা এই তিনটির সাথে সূত্রবদ্ধ করতে পারেন।

1.দাঁড়ানো

2.মাটিতে বসা

3. রুকু-সিজদা

১.সক্ষম+ সক্ষম+সক্ষম

(দাঁড়াতে+মাটিতে বসতে+ রুকু-সিজদা =করতে সক্ষম)

যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা করতে সক্ষম সে জমিনে বা চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করলে তার নামাজ হবেনা। বরং সে দাঁড়িয়ে যথানিয়মে রুকু-সিজদার দ্বারা নামাজ আদায় করবে, এমতাবস্থায় চেয়ারে বসে নামাজ জায়েজ হবেনা।

২.অক্ষম+অক্ষম+অক্ষম

(দাঁড়াতে+মাটিতে বসতে+রুকু-সিজদা=করতে অক্ষম)

নি.শর্ত চেয়ারে বসে নামাজ আদায় জায়েজ।

৩.অক্ষম+সক্ষম+সক্ষম

(দাঁড়াতে=অক্ষম। মাটিতে বসতে +রুকু-সিজদা=করতে সক্ষম)

কেউ যদি দাঁড়াতে সক্ষম না হয়, কিন্তু মাটিতে বসে সিজদা করতে সক্ষম, তাহলে তাকে মাটিতে বসে সিজদা করে নামাজ আদায় করেত হবে। চেয়ারে বসে ইশারা করে রুকু-সিজদা করলে তার নামাজ আদায় হবেনা।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহি.)বলেন-

“রুকু-সিজদায় সক্ষম হলে; ইশারায় তা আদায় করা সহীহ হবেনা। তবে অক্ষম হলে ভিন্ন।” [৩২]

৪.সক্ষম+সক্ষম+ অক্ষম

(দাঁড়াতে+মাটিতে বসতে=সক্ষম।রুকু-সিজদা করতে =অক্ষম)

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে ও বসতে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদা করতে অক্ষম; তার জন্য দাঁড়িয়ে কিরাত পড়া জরুরি। অত:পর সে জমিনে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যদি চেয়ারে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করে তবে তা মাকরূহে তানযীহী বা অনুত্তম।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়া নাজায়েজ [৩৩]

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযুর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য জমিনে বা চেয়ারে নামাজ করাই জায়েজ নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায় এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাজই হয় না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামাজ আদায় হবে না।এমনকি জমিনে বসে পড়লেও আদায় হবেনা।

৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামাজ পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি। যা সহ্যের বাইরে; ব্রং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামাজ পড়তে পারে তবে তার জন্যও জমিনে বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামাজ আদায় হবেনা।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামাজ পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামাজ পড়তে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে- এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে জমিনে বা চেয়ারে বসে নামাজ পড়লে নামাজ আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাজে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। জমিনে সিজদাও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহহুদের সুরতে বস্তে পারেনা। তবে পা বিছিয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে জমিনে বসতে পারে এবং জমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। সে যেভাবে সম্ভব বসেই জমিনে সিজদা করে নামাজ আদায় করবে এবং কিয়াম ও রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি জমিনে সিজদা না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামাজ সহীহ হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাজে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু জমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং জমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামাজ শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)- এর জন্য জমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরজ আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামাজ আদায় করবে; নতুবা তার নামাজ আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাজে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম, আবার জমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং জমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাজে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারেনা তার জন্যও চেয়ারে বসে নামাজ পড়া জায়েজ নয়। বরং সে পুরো নামাজ নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে জমিনে সিজদা করতে পারে; নতুবা তার নামাজ সহীহ হবে না।

নামাজের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম

১. যে ব্যক্তি নামাজে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু জমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং জমিনে সিজদাও করতে পারে। তার জন্য সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) জমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদার সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করে তবে তার নামাজ সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাজই জমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কা'দা(বৈঠক) জমিনে বসে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকুর সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামাজ ফাসেদ না হলেও জমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারে বসার কারণে তার নামাজ মাকরূহ হবে। আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামাজ শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)- এর জন্য জমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েজ। বরং শুরু থেকেই তার জমিনে বসে নামাজ পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু জমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারেনা - এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হলো, সে যথানিয়মে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামাজ চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামাজ পড়া সহীহ হবে না।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হলো, **এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামাজ আদায় করতে পারে।**

এ বক্তব্যটি যদিও একেবারে দলীলবিহীন নয়, কিন্তু অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এই মাসআলায় দলীলের বিচারে ফিকহে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী, যা ইমাম আবু হানীফা রাহ.- এর শাগরিদ ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ.- এর মাযহাব। আর এটাই বাকি তিন ইমামের(ইমাম মালেক রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ.) মাযহাব। আর তা হলো, এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামাজ

আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামাজ আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। জমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরজ ছাড়া যাবে না।

৩. যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি জমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো ভাবে বসতেও পারে, কিন্তু জমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর জমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহহুদ জমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য জমিনে কা'দা এর পরিবর্তে চেয়ারে। অসা মাকরূহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য।

৪. যে ব্যক্তি নামাজে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে সক্ষম নয়, কিন্তু জমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং জমিনে সিজদাও করতে পারে। সে যদি চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে এবং সিজদার জন্য চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে সিজদা আদায় করে তবে এক্ষেত্রে তার সিজদা যথানিয়মে আদায় হলেও কা'দা অর্থাৎ বৈঠক চেয়ারে আদায় করার কারণে নামাজ মাকরূহে তাহরীমী হবে; যা পরিহার করা কর্তব্য।

সম্পূর্ণ নামাজ যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েজ

যে ব্যক্তি নামাজের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা (তাশাহহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামাজ চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েজ।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা'দা(বৈঠক)সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতি সাহবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে। নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে নামাজ নাও হতে পারে।

মোদ্দাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হলো, জমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি পন্থা হলো, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি জমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য জমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হলো চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওজরের কারণে চেয়ারে বসা জায়েজ নয়।

চেয়ারে বসে নামাজের ক্ষেত্রে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে অক্ষম তার ব্যাপারে হুকুম হলো, সে ইশারায় সিজদা আদায় করবে। এমন মাযুর ব্যক্তি যদি বাস্তব ওজরেই চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে তাহলে সেও ইশারায়ই সিজদা করবে। সামনে তখতা বা টেবিল রেখে তাতে সিজদা করবে না। কেননা সিজদার জন্য সামনে টেবিল বা উঁচু বস্তু রাখা এবং তাতে সিজদা করার কোনো বিধান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। অবশ্য এর দ্বারা যেহেতু ইশারার কাজ হয়ে যায় ফলে নামাজ আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হলো, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।

আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন জমিনে সিজদা করার মতো হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম।

ফরজ ও ওয়াজিব নামাজ চেয়ারে বসে পড়ার বিধান [৩৪]

যদি দুর্বলতা বা অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে না পারে কিংবা পারলেও তাতে মারাত্মক কষ্ট হয়ে বা অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার কিংবা সুস্থ হতে বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা থাকে [চাই এ আশঙ্কা নিজ অভিজ্ঞতা বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে হোক অথবা কোনো নির্ভরযোগ্য দ্বীনদার ডাক্তার বলার কারণে হোক] অথবা দাঁড়ালে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার ভয় হয় কিংবা অজু ভেঙে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে এ সকল অবস্থায় কিয়াম ফরজ হওয়ার বিষয়টি রহিত হয়ে যাবে। এমন লোকদের জন্য বসে নামাজ পড়া জায়েজ। তবে এক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়মমাফিক রুকু সিজদা করার শক্তি থাকবে তাকে জমিনে বসে রুকু-সিজদা করে নামাজ আদায় করতে হবে। চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করতে পারবে না।আর যদি কোনো ওজরের কারণে রুকু-সিজদা অথবা শুধু সিজদা করতে সক্ষম না হয় তাহবে এক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ারও অবকাশ রয়েছে।

নফল নামাজ চেয়ারে বসে পড়ার হুকুম

সুস্থ মানুষ বা সাধারণ অসুস্থ লোক যারা দাঁড়াতে সক্ষম তাদের জন্যও নফল নামাজ জমিনে বসে পড়া জায়েজ, মাকরূহ নয়। তথাপি বিনা ওজরে বসে পড়লে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় অর্ধেক সাওয়াব হয়। কিন্তু নফল নামাজ বসে আদায় করা অবস্থায় যদি সে ব্যক্তি রুকু-সিজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য জরুরী হলো নিয়মতান্ত্রিক ভাবে ঝুঁকে রুকু করা এবং জমিনে সিজদা করা। চেয়ারে বসে বা জমিনে বসেই ইশারায় পড়া যথেষ্ট নয়।

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের হুকুম সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নোত্তর। [৩৫]

প্রশ্ন: ১

এক ব্যক্তি রোজা রাখলে এমন দূর্বল হয়ে যায় যে, তখন সে আর দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে না। ফলে তাকে বসে নামাজ পড়তে হয়। কিন্তু রোজা না রাখলে সে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে পারে। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তি কি রোজা রেখে কিয়ামের ফরজ ছেড়ে দিয়ে বসে নামাজ আদায় করবে? নাকি নামাজ দাঁড়িয়ে পড়ার জন্য রোজা না রেখে ফিদয়া আদায় করবে?

উত্তর:

উক্ত ব্যক্তি রোজা রাখবে। আর যখন দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে না পারবে তখন বসে নামাজ আদায় করবে।

প্রশ্ন: ২

যে ব্যক্তি বাস্তবে উঁচু কোনো বস্তুর উপর মাথা ঠেকিয়ে সিজদা করতে সক্ষম কিন্তু পথে কোথাও এ ধরনের বস্তু না পাওয়ার কারণে সে সিজদা করতে পারেনি। তাই ইশারায় নামাজ আদায় করেছে। এমন ব্যক্তি এভাবে নামাজ আদায়ের পর যখন বাড়িতে ফিরে আসবে অথবা সিজদা করার মতো কোনো বস্তু পেয়ে যাবে, তখন তার জন্য সেই নামাজ দোহরানো জরুরী কি না?

উত্তর:

উল্লিখিত অবস্থায় যেহেতু সে সিজদা করতে সক্ষম ছিলো না এ কারণে পরবর্তীতে সেই নামাজ পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা সক্ষম হওয়া না হওয়া নামাজের আদায়ের সময় হিসাব হয়ে থাকে। সুতরাং নামাজ আদায়ের সময় সে যেহেতু সিজদা করতে পারেনি তাই তাকে সিজদা করতে অক্ষমই মনে করা হয়।

প্রশ্ন :৩

মুসুল্লি কখন দাঁড়াতে অপারগ বলে গণ্য হবে এবং তার জন্য বসে নামাজ পড়া জায়েজ হবে?

উত্তর:

কেউ যখন একেবারেই দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলবে যে কোনো বস্তুর সাথে হেলান দিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না কিংবা দাঁড়াতে একেবারে অক্ষম না হলেও তাতে ভীষণ কষ্ট হয় অথবা তার কারণে রোগ বেড়ে যাওয়ার বা আরোগ্য হতে বিলম্ব হওয়ার আশংকা থাকে তখন তাকে দাঁড়াতে অপারগ মনে করা হয় এবং তখন তার জন্য বসে নামাজ পড়া জায়েজ।

প্রশ্ন :৪

এক ব্যক্তি দাঁড়াতে গেলে তার পেশাবের ফোটা বের হয়ে ওজু ভেঙ্গে যায়। এভাবে সে মাযুর হয়ে যায়। কিন্তু বসলে তার পেশাব বন্ধ থাকে এবং সে তাহারাতের সাথেই নামাজ আদায় করতে পারে। এমন ব্যক্তি নামাজ কীভাবে আদায় করবে? বসে তাহারাতের সাথে নাকি দাঁড়িয়েই মাযুরের মতো ওজর সহকারে?

উত্তর:

উক্ত ব্যক্তি বসেই তাহারাতের সাথে নামাজ আদায় করবে। সুতরাং রুকু-সিজদা করতে সক্ষম হলে হলে রুকু-সিজদা করেই নামাজ আদায় করবে অন্যথায় রুকু-সিজদা ইশারায় করবে।

প্রশ্ন: ৫

অনেক সময় একথা বলা হয় যে যদি কিয়াম, রুকু-সিজদা, করতে সমর্থ না হয়। এখন প্রশ্ন হলো এই সামর্থ্যের পরিচয় বা সীমারেখা কী? কেননা আজকাল কিছু লোক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে

অথবা রুকু-সিজদা করতে কষ্ট হতে পারে একথা মনে করে অন্যের দেখাদেখি বসে নামাজ পড়া শুরু করে দেয়। একারণে তার পরিচয় বা সীমারেখা জানতে চাচ্ছি।

উত্তর:

শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, ব্যক্তি এমন কোনো রোগে আক্রান্ত না হওয়া, যার কারণে সে নামাজের এই রুকনগুলো অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা নিয়মমাফিক আদায় করতে অপারগ হয়, বা সেগুলো আদায় করার কারণে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার কিংবা সুস্থতার বিলম্ব হওয়ার প্রবল ধারণা না থাকে অথবা এগুলো আদায় করতে মারাত্মক ধরনের কোনো ব্যথা বা কষ্ট অনুভব না হয় অথবা মাথা চক্কর না দেয়। উপরোক্ত ওজরগুলো থাকাবস্থায় বসে নামাজ পড়া জায়েজ। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় এই রুকনগুলো ছেড়ে দেওয়া জায়েজ নেই। সুতরাং কোনো অসুস্থতা সৃষ্টি হতে পারে শুধু এই আশংকার ভিত্তিতে সেই রুকনগুলো ছেড়ে দেওয়া কখনো জায়েজ হবে না।

উপসংহার

ইসলাম শারীরিক অসুস্থতা বা অক্ষমতার কারণে ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে এবং এমন অবস্থায় নামাজ আদায়ের সহজ বিধান প্রদান করেছে। চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধানটি ইসলামিক শরীয়তের একটি সহনশীল দিক, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, যেমন অসুস্থতা বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া সম্ভব না হলে প্রয়োগযোগ্য। ইসলাম শারীরিক অসুস্থতা বা অক্ষমতার কারণে ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেছে এবং এমন অবস্থায় নামাজ আদায়ের সহজ বিধান প্রদান করেছে। চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধানটি ইসলামিক শরীয়তের একটি সহনশীল দিক, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে, যেমন অসুস্থতা বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া সম্ভব না হলে প্রয়োগযোগ্য। ইসলামী শরীয়তে শারীরিক অক্ষমতা বা অসুস্থতার কারণে নামাজের জন্য শিথিলতার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই শিথিলতা ইসলামের উদারতা ও সহানুভূতির একটি বড় উদাহরণ, যা প্রমাণ করে যে ইসলাম শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার কারণে ইবাদত থেকে কোনো মুসলিমকে বঞ্চিত করতে চায় না। বরং, ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী ব্যক্তি তার ক্ষমতা অনুযায়ী নামাজ আদায় করতে পারে, যেন তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে বজায় থাকে।

রব্বে কারীম পবিত্র কুরআনে বলেছেন-

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের কোনো বিষয়কে কষ্টসাধ্য করেননি।" [৩৬]

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামে কষ্টসাধ্য কাজ সহজ করা হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যারা সক্ষম তারাও চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করছে। উল্লিখিত মাসআলা গুলোর ক্ষেত্রে এ বিষয় স্পষ্ট যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করা একেবারেই নাজায়েজ। এসব ক্ষেত্রে নামাজই শুদ্ধ হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাজের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামাজ ফাসেদ হয় না, কিন্তু তা মাকরূহ। কেবল একটি ক্ষেত্র এমন, যেখানে চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করলে নামাজ আদায় হয়ে যায় এবং মাকরূহও হয় না।

এই বাস্তবতাটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারের যে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে (এবং দিন দিন যা বেড়েই চলেছে) এটা কেবল এজন্যই যে, মাসআলা জানা না থাকার কারণে এমন অনেক মুসল্লিও নামাজে চেয়ার ব্যবহার করে থাকেন, যাদের জন্য নামাজে চেয়ার ব্যবহার জায়েজই নয়। সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ যদি হিম্মত করে শরয়ী ওজর ব্যতীত নামাজে চেয়ার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং নামাজে চেয়ার ব্যবহারকে শরয়ী রুখসত (শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছাড়) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে মসজিদগুলোতে চেয়ারের এই ভিড় হ্রাস পাবে ইনশা আল্লাহ।
অধিকাংশ মসজিদে চেয়ারের কোনো প্রয়োজনও পরবে না। আর এমনটিই হওয়া চাই, কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও চেয়ারের অস্তিত্ব ছিল; বরং এরও বহু পূর্ব থেকে ছিলো। আর প্রথম থেকেই মাযূর ও অসুস্থ মুসল্লি ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না যে, মসজিদগুলোতে চেয়ার পাতা থাকত। অথবা মাযূর মুসল্লিগণ চেয়ার নিয়ে এসে তাতে নামাজ আদায় করতেন। মসজিদে চেয়ার পেতে রাখা এবং চেয়ারে নামাজ আদায় করার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ নতুন রেওয়াজ। এটাকে নিরুৎসাহিত করাই কাম্য। আর অনুসৃত পন্থার প্রতি মনোনিবেশ করার মাঝেই রয়েছে কল্যাণ।
যেই কঠিন প্রয়োজনে নামাজে চেয়ার ব্যবহারের সুযোগ বের হয়ে আসে সেক্ষেত্রে এ বিষয়টির প্রতি খেয়াল রাখা চাই যে - যদি উঁচু মোড়া, টুল ব্যবহারে কাজ হয়ে যায় তাহলে চেয়ার ব্যবহার করবে না। তেমনিভাবে হাতলবিহীন চেয়ারে যদি কাজ সেরে যায় তাহলে হাতলযুক্ত চেয়ার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে।
আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সুস্থ জীবন দান করুন। সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত অবলম্বন করার তাওফিক দান করুন। বিদ'আত থেকে দূরে রাখুন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচার-সভ্যতা ও রীতিনীতি থেকে হিফাজত করুন– আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

তথ্যসূত্র

[১] সূরা বাকারাহ:৪৩
[২] সহীহ মুসলিম, হাদীস:৮২
[৩]সূরা আনকাবুত:৪৫
[৪] সূরা ইবরাহিম:৩১
[৫] সূরা বনী ইসরাঈল:৭৮
[৬] সূরা হুদ:১১৪
[৭] সূরা আন-নিসা:১০৩
[৮] বুখারী ও মুসলিম
[৯] সহীহ মুসলিম, ১/৩২১
[১০] মুসলিম:৪৮৮
[১১] মুসলিম
[১২] জামে তিরমিযী, হাদীস:২৬১৬
[১৩] সূরা হুদ-১১৪
[১৪] সূরা বাকারাহ:৪৫
[১৫] সূরা আল-মুমিনুন: ১-২
[১৬] সূরা বাকারাহ:৩
[১৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস:৪৮৯
[১৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস:৪৮৮
[১৯] সহীহ বুখারী, হাদীস:৪৮৩৭
[২০] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস:১৩১৯
[২১] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস:৪৯৮৫
[২২] সুনানে নাসায়ী, হাদীস:৩৯৪০
[২৩] মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬
[২৪] সূরা মাঊন:৪-৫
[২৫]সূরা আন-নিসা:১৪২
[২৬] সূরা মারইয়াম:৫৯
[২৭] ফিকহুস সালাত(মুফতি আরিফুল ইসলাম); পৃষ্ঠা:১৬১
[২৮] সহীহ বুখারী:১১১৭

[২৯] ফিকহুস সালাত; পৃষ্ঠা: ১৬৭

[৩০] সূরা বাকারাহ:২৮৬

[৩১] ফিকহুস সালাত; পৃষ্ঠা: ১৬৯

[৩২] রদ্দুল মুহতার: ২/৯৯

[৩৩] নামাজে চেয়ার ব্যবহারের শরয়ী হুকুম(মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক); পৃষ্ঠা: ৬-৯

[৩৪] চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার শরয়ী আহকাম(মুফতি মুহাম্মদ তাকী উসমানী); পৃষ্ঠা: ২৪-২৬

[৩৫] চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার শরয়ী আহকাম

[৩৬] সূরা আল-হাজ্জ:৭৮